যুগান্তর

তারিখ ২৬ NOV 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

সশস্ত্র বাহিনীর জন্য আলাদা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে

মুশতাক আহমদ

সশস্ত্র বাহিনীর জন্য একটি পৃথক পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেয়া হয়েছে 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস'। রোববার উপদেষ্টা পরিষদের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ ২০০৭ নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। তবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং নেয়ার পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আবার উপদেষ্টা পরিষদে উপস্থাপন করা হবে। এটি নিয়ে দেশে মোট ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে। আইন অনুযায়ী এটি সম্পূর্ণরূপে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে। সরকারি অনুদানের

হচ্ছে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ২

হচ্ছে : বিশ্ববিদ্যালয়

পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন-ফি বাবদ দক্ষ আয়ে চলবে এটি। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণা নেয়া হয়েছে পাকিস্তানের 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্সেস এন্ড টেকনোলজি' থেকে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অধিভুক্ত কলেজ, শিক্ষা ইন্সটিটিউট ও প্রশিক্ষণ একাডেমীগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাকগ্রাউন্ডে বলা হয়েছে, প্রকৌশল, চিকিৎসা, প্রযুক্তি ও যুদ্ধ কৌশলের নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন, জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞান চর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হবে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ প্রথমে খসড়া অধ্যাদেশ প্রস্তুত করে, যা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর আবার যায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস অধ্যাদেশ-২০০৭' নামে প্রণীত খসড়া অধ্যাদেশটি 'অ্যালোকেশন অব বিজনেস' অনুসারে অনুমোদন ও জারির ব্যবস্থা নিতে পাঠানো হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

অধ্যাদেশে মোট ৬৯টি ধারা রয়েছে। এছাড়া ১৫টি বিধি সংবলিত একটি সংবিধি সংযোজন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হবেন রাষ্ট্রপতি। অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই এতে সিনেট থাকবে। সংবিধি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিনেট হবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সিনেটের চেয়ারম্যান হবেন প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টা। সচিবদের মধ্যে কেবল শিক্ষা সচিব সিনেটের সদস্য হবেন। মহাহিসাব নিরীক্ষক (সিএজি) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটিতে থাকবেন না। সাধারণত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের চেয়ারম্যান থাকেন উপাচার্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকবেন মেজর জেনারেল পদবির চাকরিরত বা অবসরপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা। উপাচার্য তার কাজের জন্য চ্যান্সেলরের কাছে দায়ী থাকবেন। চ্যান্সেলর কোন কারণ দর্শানো ছাড়া যে কোন সময় উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার ও ডিনকে অব্যাহতি দিতে পারবেন।

জানা গেছে, ইতিপূর্বে উপদেষ্টা পরিষদের আরেক সভায় অধ্যাদেশটি উপস্থাপন করা হয়েছিল। প্রতিবেশী কোন দেশে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় আছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার জন্য সেটি ফেরত পাঠানো হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে অধ্যাদেশের খসড়ার সঙ্গে পাকিস্তানের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্সেস এন্ড টেকনোলজি (এনইউএসটি)' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংযুক্ত করা হয়।